দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

037

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সমীপে

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আসছি যে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে উত্তরাঞ্চলের সমগ্র ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের আশা-আকাংখার মূলে কুঠারাঘাত করে নানাভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছেন।

বিগত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক কর্ম অভিজ্ঞতা পরীক্ষার নাম করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রতি ছাত্র-পিছু পাঁচ টাকা করে আদায় করেন। সেই সূত্রে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা তারা আদায় করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এ টাকার এক পয়সাও কর্ম অভিজ্ঞতা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজেই খরচ করা হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শিক্ষকগণ যদি কর্ম অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে থাকেন তাহলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেই মোটা অংকের টাকাটা কোন খাতে ব্যয় করেছেন? বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, কর্ম অভিজ্ঞতায় নিযুক্ত কোন পরীক্ষককে পারিতোষিক বা রিমুনারেশন দেওয়া হয়নি। কথা ছিলো, নিরক্ষরতা দূরীকরণ খাতে কোন অর্থ ব্যয় না হলে প্রত্যেক ছাত্রকে উক্ত টাকা ফেরত দেয়া হবে। অথচ ছাত্রকে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে এ বছরও অনুরূপভাবে ছাত্র পিছু ৫ টাকা ফি ধার্য করেছেন।

তবে কি বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই মোটা অংকের টাকাটা অফিসার ও কর্মচারীদের বাড়ি তৈরি করার লোন বাবদ অগ্রিম ভাগাভাগি করে নিচ্ছে? নাকি শিক্ষা বোর্ডকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন? —ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকমহল আজ এ প্রশ্নের জবাব চায়।

সাইদুর রহমান,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।